গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-৩ শাখা

বিষয়ঃ “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	নাজমুল আহসান সচিব
সভার তারিখ	০৬ মার্চ ২০২৩।
সভার সময়	০২.০০ ঘটিকা।
স্থান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ক।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-সচিব, উন্নয়ন-৩ শাখা, পাসম জানান, প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯৯৯১.১৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৬ খ্রি. হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৭.৮১% ও আর্থিক অগ্রগতি ৮২৪০৫.৮১ লক্ষ টাকা (৬৩.৩৯%)। প্রকল্পটির মূল কাজ হচ্ছে: শিমরাইল ০৭ টি পাম্প স্টেশন নির্মাণ, আদমজীনগরে ০৬টি পাম্প স্টেশন নির্মাণ, ১২টি পাম্পিং প্ল্যান্ট নির্মাণ, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ, বিদ্যমান ব্রীজ ও কালভাট মেরামত, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন খালের বর্জ্য অপসারণ ও পরিবহন, ডিএনডি প্রজেক্ট ফেজ-২ এর জরুরি নিষ্কাশন, পুনঃখননকৃত মাটি দ্বারা খালের তীর উন্নয়ন, সিসি ওয়াকওয়ে নির্মাণ, খালের সীমানা পিলার নির্মাণ ও স্থাপন, উপযোগ স্থানান্তর (ইউটিলিটি শিফটিং), আদমজীনগর আউটফল খালের উভয় তীর শীট পাইলদ্বারা সংরক্ষণ, খাল খননকালীন সময়ে সুরক্ষার জন্য শোর পাইল নির্মাণ, বর্তমান অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও ভাঙা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ডাস্টবিন নির্মাণ, বনায়ন এবং রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দ্বারা ‘অর্পিত পদ্ধতি’ এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২. আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্রমিক	আলোচনা	সিদ্ধান্ত

১।	প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানান, প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মোতাবেক ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৫০.৬২ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৬৭.৩২ কোটি টাকার কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে অর্থছাড় হয়েছে মাত্র ৬৯.০০ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থছাড় হয়েছে ১৭৫.২০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি জুন ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৪০৫.৭৩ লক্ষ টাকা এডিপি বরাদ্দ নির্ধারণ করা হলেও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে ১৩৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ পুনর্বিন্যাসন করা হয় এবং সেই মোতাবেক ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৬৭.৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২- ২৩ অর্থ বছরে ১৫০.০০ কোটি টাকা আরএডিপি-তে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরসহ বিগত ২০১৯-২০ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলে ডিপিপির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জুন/২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায়, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হলে ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত কাজ সমূহ যথাযথভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে।	দ্রুততর সময়ে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বাপাউবো।
২।	সভাকে জানানো হয় যে, ডিএনডি প্রকল্পের বিভিন্ন খালের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপযোগ সংস্থার লাইনসমূহ (তিতাস গ্যাস, ঢাকা ওয়াসা, ডিপিডিসি, বিটিসিএল) বিদ্যমান রয়েছে। উপযোগ স্থানান্তরের ভৌত অগ্রগতি ২২.০৭% সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি উপযোগ স্থানান্তর খাতে বাস্তব অগ্রগতি কম কেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প কর্মকর্তা জানান, উপযোগ সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহ OTM-এর মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ পূর্বক লাইনসমূহ স্থানান্তর করা হচ্ছে। OTM পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে বিধায় কাজের অগ্রগতি বর্তমানে কম রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হলে উক্ত সময়ের মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সভায় আরও জানানো হয় যে, লাইনসমূহ স্থানান্তরের জন্য প্রকল্পের উপযোগ স্থানান্তর খাতে ১৫১.৫২ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। কিন্তু উপযোগসমূহ স্থনান্তরের জন্য ১৫১.৫২ কোটি টাকার সমূদয় অর্থ প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যয় বৃদ্ধি জনিত কারণে উক্ত খাতসমূহে ডিপিপিতে সংস্থানকৃত বরাদ্দ দ্বারা কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এমতাবস্থায় আন্তঃখাত সমন্বয় করা হলে ডিপিপি ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	উপযোগ স্থানান্তর সহ ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত দফা ভিত্তিক চুড়ান্ত ব্যয় নির্ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র প্রদানপূর্বক আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাবনা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য ভূমি অধিগ্রহনে সাশ্রয়কৃত অর্থ কোন অবস্থাতেই আন্তঃখাত সমন্বয়ে ব্যবহার করা যাবে না। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৩।	প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সভাকে জানান, প্রকল্পের আওতাধীন বাপাউবো'র অধিগ্রহনকৃত বিভিন্ন খালের পাড়ে অবৈধভাবে এবং অপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও সামাজিক স্থাপনা যেমন: সরকারী অফিস, বেসরকারী স্থাপনা, পেট্রোল পাম্প, মসজিদ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়েছে। এসব স্থাপনা নির্মাণের ফলে খালের পানি প্রবাহ ও নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব স্থাপনার মধ্যে অধিকাংশ স্থাপনা ইতোমধ্যে অপসারণ/উচ্ছেদ করা হয়েছে। স্থাপনাসমূহের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অন্যত্র স্থানান্তরপূর্বক স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য স্থান নির্বাচন ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য আরও সময় প্রয়োজন মর্মে অবহিত করেছে।	যে সকল স্কুল-কলেজ খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহে বাধাগ্রস্ত করছে না, তা অপসারণ করার প্রয়োজন নেই। অবশিষ্ট স্কুল-কলেজ সমূহ-কে অপসারণের বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৫ দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক অপসারণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
৪।	প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানান ডিএনডি প্রকল্পের অভ্যন্তরে ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ খালের পাড়ে বাপাউবো'র অধিগ্রহণকৃত জায়গায় অবৈধ দখলদার কর্তৃক বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বোর্ডের নামে অধিগ্রহণকৃত ভূমি হতে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এর বিরুদ্ধে- মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন ৩৪টি, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা জর্জ কোর্টে ২৬টি দেওয়ানী মোকাদ্দমা মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রতিনিয়তই প্রকল্পের অবৈধ দখলদার কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং মামলা দায়ের করার সাথে সাথে স্টে-অর্ডার প্রদান করা হচ্ছে যা প্রকল্পের কাজকে সার্বিকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আরও জানান, প্রকল্পের আওতায় ভূমি জরিপ কার্য পরিচালনা হতে উদ্ভুত মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন রিট পিটিশনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে বোর্ডের উপ-পরিচালক (আইন বিষয়ক), বাপাউবো এবং উক্ত মামলাসমূহ পরিচালনায় নিয়োজিত বাপাউবো'র প্যানেল আইনজীবী কর্তৃক মাননীয় এটর্নী জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। সে সময় তিনি মামলাগুলো নির্দিষ্ট কোর্টে ফিক্স করার জন্য বোর্ডের প্যানেল আইনজীবীকে নির্দেশনা প্রদান করেন। মামলাগুলো শুনানীর জন্য ফিক্সড হওয়ার পর বোর্ডের পক্ষ হতে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হলে তিনি বোর্ডের পক্ষে শুনানীতে অংশগ্রহণ করবেন বলে অবহিত করেন।	মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে বাপাউবোর আইন বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাস্তবায়নে: বাপাউবো (আইন বিভাগ) ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

<table>
<tr>
<td>৫।</td>
<td>প্রকল্প কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জানান, প্রকল্পের সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত খালসমূহ খনন কাজ সম্পন্ন হলে তা সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হবে। প্রকল্পের ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় ১৪ টি খাল রয়েছে। তন্মধ্যে ০৯ টি খাল হস্তান্তরের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাপাউবো’র পক্ষ হতে সিটি কর্পোরেশনকে পত্র পেরন করা হয়েছে। প্রকল্পের খালসমূহ আলাদা আলাদা ভাবে বুঝে না নিয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরপূর্বক প্রকল্পের সবগুলো খাল একই সময়ে বুঝে নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে মর্মে উল্লেখ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পত্র প্রেরণ করেছে। খনন কাজ সম্পন্নকৃত খালসমূহ বুঝিয়ে দেয়া না হলে খালসমূহ প্রতিনিয়ত ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এতে করে চুড়ান্ত খননকৃত খালসমূহের খনন কাজ পুনরায় করতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে খরচ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। তাই চুড়ান্ত খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এইরুপ খালসমূহ ধাপে ধাপে সিটি কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন।</td>
<td>প্রকল্পের আওতাধীন খালসমূহ যথাযথভাবে ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক খনন সম্পাদন করার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক খালসমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনকে হস্তান্তরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।</td>
</tr>
<tr>
<td>৬।</td>
<td>সভাপতি জানান যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২০২৩ এ বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত সূচকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। যা অর্জনের নিমিত্ত সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th>ক্রনং</th><th>সূচকের নাম ও নম্বর</th><th>২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা</th><th>বাস্তবায়ন অগ্রগতি</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>[১.২.১] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ</td><td>২০টি</td><td>৬৫.০০%</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>[১.২.২] নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন</td><td>১৫ কি.মি.</td><td>৬০.০০%</td></tr>
</table>
</td>
<td>বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।</td>
</tr>
</table>

৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাজমুল আহসান
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৩৬.১৪.০২১.১৬.৬৫

তারিখ: ২ চৈত্র ১৪২৯
১৬ মার্চ ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্মসচিব)।

২) সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৫) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।

৬) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১০) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন-২ অধিশাখা , পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৩) প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

১৪) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৬) প্রধান প্রকৌশলী (পুর) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

১৭) উপসচিব, পরিকল্পনা-১ অধিশাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৯) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০) উপসচিব, পরিকল্পনা-২ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২২) প্রকল্প পরিচালক (বাংলাদেশ সেনাবাহিনী), “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, ১৯ ইসিবি, মাঝিকান্দি, জাজিরা, শরীয়তপুর।

২৩) নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, ঢাকা পওর বিভাগ-১, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

তানিয়া ফেরদৌস
উপসচিব